হযরত খাজা গোলাম রব্বানী (রহ.)-এর মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

মা সি ক

আমার আলো

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

সুফিবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

ঢাকা বৃহস্পতিবার মে-জুলাই ২০১৬ ॥ ২০ শ্রাবণ ১৪২৩ ॥ ২৯ শাওয়াল ১৪৩৭ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা

হাদিয়া : ১০ টাকা

সালাত বা নামাজ ব্যতীত কোনো মানুষই জাহান্নামের কঠিন আজাব থেকে বাঁচতে পারবে না

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, কেন মানুষ নামাজের প্রতি উদাসীন বা অনীহা করে, তাই ফাহেশা অশ্লীলতা বেহায়াপনা বেপর্দা খারাপ কাজ হতে বাঁচতে হলে প্রথমেই আমি নামাজের কথা বলবো। কেননা, নামাজ অশ্লীলতা ও ফাহেশা কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখে। পাপ ও গুনাহ থেকে বাঁচতে হলে নামাজের মতো বড় আমল কোরআন শরিফে অন্য কোনো আমল আর নাই। তাই প্রমাণস্বরূপ কোরআনের সুরা আনকাবুত ৪৫ নম্বর আয়াত তুলে ধরলাম।

অন্যায়-গুনাহ ও অশ্লীলতা হতে বাঁচার জন্য আল্লাহতায়ালা সুরা আনকাবুতের ৪৫ নম্বর আয়াতে বলেছেন, 'উতলু মা উহিয়া ইলাইকা মিনাল কিতাবি ওয়া আকিমিস সালাতা, ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশা-ই ওয়াল মুনকারি, ওয়ালা যিকরুল্লাহি আকবারু। ওয়াল্লাহু য়া'লামু মা তাসনাউন।'

অর্থ ঃ আপনার প্রতি যে কিতাব নাজিল হয়েছে আপনি তা পাঠ করুন এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয়ই সালাত বা নামাজ অশ্লীল ও গর্হিত কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখে বা ফিরাইয়া রাখে। আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা করো আল্লাহ তা জানেন।

বেনামাজিদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কঠোর হুঁশিয়ারি সংকেত দিয়েছেন। কোরআন শরিফে সুরা মুদ্দাসসিরে (২-এর পাতায় দেখুন)

কামেল মোর্শেদ বা গুরু ছাড়া ধ্যান-সাধনা নিষ্ফল

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

হাদিস শরিফে খেজুর বৃক্ষকে মুমিনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ফুল রেণু মিলন বিনে খেজুর বৃক্ষে ফল ধরে না। সেভাবে মুরিদ যতক্ষণ না পর্যন্ত, কোনো কামেল মোর্শেদের তালকিন ও ফয়েজ গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার অস্তিত্বে মারেফতের ফল ধরবে না। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলে করিম (সঃ) এরশাদ করেন– একটি গাছ আছে, যার পাতা কখনো ঝরে না। এর উদাহরণ হলো মুসলিম ব্যক্তির মতো। বলে তো, সে গাছ কোনটি? সাহাবায়ে কেরাম বন-জঙ্গলের বিভিন্ন গাছের কথা ভাবতে লাগলেন। আমার মনে হলো, এটি খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু মুরুব্বিদের উপস্থিতিতে আমার তা বলতে লজ্জা লাগলো। শেষে সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, এটি কোন গাছ? রাসুলে করিম (সঃ) বললেন, এটি হলো খেজুর গাছ। রেণু মিলন না ঘটা পর্যন্ত তা ফল দেয় না। (এমদাদুস সুলূক, পৃষ্ঠা ৮২, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি)

আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমার আত্মাকে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তাদের সাথে একান্ত কর। যারা সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রভুকে ডাকে। প্রভুর সন্তুষ্টির আশায়। (সুরা রুম, আয়াত ১৭)

আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'ইয়া আইউহাল্লাজিনা আমানু ইত্তাকুল্লাহা ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াছিলা'। (সুরা মায়িদা, আয়াত ৩৫)

অর্থ ঃ হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং অছিলা তালাশ কর।

এই আয়াতে কারিমার ব্যাখ্যায় হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলেন– 'ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াছিলা আয় তাকাররাবু ইলাইহি বিত্তআ ওয়া বিমা ইয়ারদিহ।'

অর্থ ঃ আল্লাহর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে কর্মগুলি সম্পাদন করা প্রয়োজন সেগুলো কর।

আল্লাহপাক এরশাদ করেন-"কুনু মায়াস্সাদিকিন" (সুরা তাওবা, আয়াত ১৯)

অর্থ ঃ 'তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গী হও' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরি বলেছেন– সিদ্দিকিন তারা, যাঁদের নিকট শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফতের জ্ঞান রহিয়াছে এবং যাঁদের নিকট সত্য প্রকাশ হইয়াছে তাদের সঙ্গী হওয়া ফরজ।

মহান আল্লাহপাক বলেন– 'তোমরা তাদের অনুসরণ করিও না যাহারা আমাকে স্মরণ করে না এবং নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী চলে।' (আল কোরআন)

'তোমরা জানিয়া নাও তাদের নিকট থেকে যাহারা আমাকে স্মরণ করে।' (আল কোরআন)

হযরত আবদুল কাদির জিলানি (রহ.) বলেন- ''তালাবু আহলিল কালবি লি হায়াতিন ফারজুন।''

অর্থ ঃ অন্তর সঞ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে মোর্শেদে কামেলের অনুসরণ করা ফরজ।

মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) 'তালিমুদ্দিন' কিতাবে লিখেছেন– ওস্তাদ ছাড়া কোন জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহ তায়ালাকে খুশির (২-এর পাতায় দেখুন)

খাজাবাবা কুতুববাগীর অমূল্য অমিয় বাণী

- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ অবশ্যই আদায় করবেন এবং নামাজের পর আমার দেওয়া অজিফা নিয়মিত আমল করবেন।
- সবাই তোমাকে কষ্ট দিবে, কিন্তু তোমাকে এমন একজন খুঁজে নিতে হবে, যার দেওয়া কষ্ট তুমি সহ্য করতে পারবে ও সে কষ্টের দ্বারা তুমি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাবে।
- কোনো কাজে যার নিজস্ব পরিকল্পনা নেই, তার সাফল্যও অনিশ্চিত।
- আহম্মকের সাথে কখনো তর্ক করো না, কারণ তাতে তুমি নিজেও আহম্মক হয়ে যাবে।
- মাত্র দুটি পন্থায় সফল হওয়া যায়। একটি হচ্ছে লক্ষ্য নির্ধারণ করা, ঠিক যা তুমি করতে চাও। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া।
- যারা সব জিনিসেরই একটি সুন্দর অর্থ খুঁজেন, তারা সবসময়েই সৎ কাজ করেন।
- নদীর জীবনে যেমন জোয়ার ভাটা আছে, মানুষের জীবনেও আছে।
- একমাত্র মনের শক্তিই পারে জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে।
- যে অল্প লয়ে সুখী সে ভাগ্যবান। আর বিত্তশালী হয়েও যে অসুখী, সে দুর্ভাগাই বটে।
- অসহায়কে অবজ্ঞা করা উচিৎ নয়। কারণ মানুষ মাত্রই জীবনের কোনো না কোনো সময় অসহায়তার শিকার হবে।
- সেই সবচেয়ে ধনী, যার নিজস্ব বলতে কিছুই নেই।
- প্রচুর ধন-সম্পত্তির ভিতর সুখ নাই। মনের সুখই প্রকৃত সুখ।
- যে ব্যক্তির মুখে সাধু ও মিষ্টি কথা বলে, তদানুসারে কাজ করে না, তার সঙ্গ পরিত্যাগ করো।
- দর্শন ছাড়া তুমি কিছুই করতে পারো না। কেননা, প্রতিটি বিষয়েই আছে গোপন তাৎপর্য, যা আমাদের জানা দরকার।
- যে সৎ হয় নিন্দা তার কোনো অনিষ্ট করতে পারে না।
- সব মানুষের জীবনেই অপূর্ণতা থাকবে। অতি পরিপূর্ণ যে মানুষ তাকে জিজ্ঞেস করলে সে অতি দুঃখের সঙ্গে তার অপূর্ণতার কথা বলবে। অপূর্ণতা থাকে না শুধু বড় বড় সাধক ও মহাপুরুষদের।
- অন্যের প্রশংসা পেতে হলে অন্যকে প্রশংসা করতে হয়।

ফার্মগেট কুতুববাগ দরবার শরীফের সঙ্গে অন্য কোনও 'বাগ'যুক্ত দরবারের সম্পর্ক নাই

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নবশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

আমি নবশবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া ও দয়াল নবীজির সত্য তরিকা প্রচার-প্রসার করতে গিয়ে, আমাকে অনেক বাধাবিপত্তির সম্মুখিন হতে হয়েছে। কারণ কিছু সংখ্যক মানুষ না বুঝে আমাদের এই সত্য তরিকার অপব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন, যা ভিত্তিহীন অগ্রহণযোগ্য। এমনকি আমাদের এই ফার্মগেট কুতুববাগ দরবার শরীফের সঙ্গে অন্যান্য বাগের তুলনা করিয়াও থাকেন। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের দুয়েকটি দরবার শরীফের সঙ্গে 'বাগ' শব্দটি জড়িত আছে, যা ভুল করে আমাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। আমি সর্বসাধারণের কাছে সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, আমাদের এই বাগের (৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট কুতুববাগ দরবার শরীফ) সঙ্গে অন্য কোন বাগের কোন প্রকার যোগসূত্র কোনদিন ছিল না, এখনও নাই। 'কুতুব' শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর বন্ধু, আর 'বাগ' শব্দের অর্থ বাগিচা বা বাগান। আমি আমার মহান মোর্শেদ শাহান শাহে তরিকত মোফাসসিরে কোরআন শাহ সুফি আলহাজ মাওলানা হযরত কুতুবুদ্দীন আহম্মদ খান মাতুয়াইলী (রহ.)-এর নামানুসারে এই দরবার শরীফের নামকরণ 'কুতুববাগ দরকার শরীফ' করেছি। তাই আমি আপনাদের বিনয়ের সঙ্গে জানাইতে চাই যে, যাহারা ভুল ও অপব্যাখ্যা দেয় তাদের কথা না শুনিয়া আপনারা স্বশরীরে ফার্মগেট কুতুববাগ দরবার শরীফে আসিয়া সঠিক তথ্য জানিয়া যান।

নামাজ হল মুমিন লোকের জন্য মেরাজ
–আল হাদিস

আত্মার আলো

সালাত বা নামাজ ব্যতীত কোনো মানুষই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৪০ থেকে ৪৫ নম্বর আয়াত দেখুন। আল্লাহ বলেন, 'য়াতাসাআলূনা আনিল মুজরিমীনা, মা সালাকাকুম ফী সাকার, কালূ লাম নাকু মিনাল মুসাল্লীন। ওয়া লাম নাকু নুতইমুল মিসকীন। ওয়া কুন্না নাখুজু মাআল খা-ইদীন।'

অর্থ ঃ তারা জিজ্ঞাসা করবে পাপীদের অবস্থা সম্পর্কে। তোমাদেরকে জাহান্নামে কী কারণে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা নামাজিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আর আমরা মিসকিনদেরকে খাদ্য দান করতাম এবং আমরা অন্যায় সমালোচনাকারীদের সাথে থাকতাম। জাহান্নামের শাস্তি যে কত ভয়ংকর, তা আমি সুরা ইবরাহিমের ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াত তুলে ধরলাম। আল্লাহ বলেন–

'মিও ওয়ারাইহী জাহান্নামু ওয়া য়ুসকা মিম মা-ইন সাদীদ, য়াতাজাররাউহু ওয়ালা য়াকাদু য়ুসীগুহু ওয়া য়াতীহুল মাউতু মিন কুল্লি মাকানিও ওয়া হুয়া মায়্যিতিন, ওয়া মিও ওয়ারাইহী আযাবুন গালীজ।'

অর্থ ঃ তার সম্মুখে জাহান্নাম রয়েছে। সেখানে গলিত পূঁজ পান করানো হবে। যা অতি কষ্টে ঢোক গিলে গিলে পান করবে। কিন্তু তা গিলতে পারবে না। সব দিক থেকে তার কাছে মৃত্যুর যন্ত্রণা আসবে। কিন্তু সে মরবে না। আর তার সম্মুখে থাকবে আরো কঠোর আজাব।

বর্ণিত আছে, একাধারে ৫০০ বছর আজাব ভোগ করার পর জাহান্নামিরা ফরিয়াদ করে বিফল হয়ে পরবর্তী ৫০০ বছর ধৈর্যসহকারে আজাব ভোগ করবে। কিন্তু তাতেও বিন্দুমাত্র আজাবের লাঘবতা না দেখে বলবে হায়! আমাদের আর রেহাই নাই।

তরতিবের সাথে নামাজ পড়ার কথা আল্লাহ তায়ালা সুরা বনি ইসরাঈলের ১১০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেন–

'ওয়ালা তাজহার বিসালাতিকা ওয়ালা তুখাফিত বিহা ওয়াবতাগি বাইনা যালিকা সাবীলা।'

অর্থ ঃ আর নামাজ আপনি উচ্চস্বরে পড়বেন না এবং অতিশয় ক্ষীণ স্বরেও পড়বেন না। এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করুন।

অমনোযোগী ও উদাসীন হয়ে নামাজ পড়লে কোনো ফল হবে না। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন–

'ওয়া ইযা কামূ ইলাস সালাতি কামূ কুসালা। য়ুরাউনান নাসা ওয়ালা য়াযকুরূনাল্লাহা ইল্লা কালীলা। মুযাবযাবীনা বাইনা যালিকা লা ইলা হা উলা-ই ওয়ালা ইলা হা-উলাই ওয়া মাই য়ুদলিলিল্লাহু ফালান তাজিদা লাহু সাবীলা।'

অর্থ ঃ যখন তারা নামাজে দাঁড়ায় তখন অমনোযোগিতার সাথে কেবল লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা খুব সামান্যই স্মরণ করে। যারা উভয়ের মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে, তারা এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি তার জন্য কোনো রাস্তা পাবেন না। (সুরা নিসা, আয়াত ১৪২)

কোরআন শরিফে নামাজ হেফাজতকারীদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে। সুরা মাআরিজে উল্লেখ আছে– 'ওয়াল্লাযীনা হুম আলা সালাওয়াতিহিম য়ুহাফিযূন।'

অর্থ ঃ যারা তাদের নিজেদের নামাজ হেফাজত করে। অর্থাৎ যথাযথ আদায় করে, তারাই জান্নাতে অতিসম্মানের সাথে বাস করবে।

হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে– হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন। তোমরা বল তো, যদি তোমাদের বাড়ির দরজায় একটি নদী থাকে আর সে তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তাতে কি তার শরীরের কোনো রোগ-ময়লা থাকবে? জবাবে সবাই বললো, না। রাসূল (সঃ) বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ব্যাপারটাও তদ্রূপ। এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।

হাদিসে আরো উল্লেখ আছে, হযরত যুহরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি দামেশকে আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে দেখতে পেলাম, তিনি কাঁদছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, নবী করিম (সঃ)-এর সময় যা যা দেখেছি তার মধ্যে এ নামাজই আজ পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে।

> আত্মার কালবের রোগ দূর করতে হলে এ মানুষদের একজন আল্লাহওয়ালা বা কামেল মোর্শেদের সান্নিধ্যে যেয়ে এবং তাদের কাছে দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ করে, বা কোরআন হাদিস মতে বাইয়াত গ্রহণ করে আত্মশুদ্ধি দিলজিন্দা ও নামাজে হুজুরি শিক্ষা গ্রহণ করা অতীব জরুরি। নচেৎ এ সমস্ত মানুষের মৃত্যুকালে নবীজির কালিমা ও আল্লাহর জিকিরের সাথে দম বাহির হবার ভয় আছে

হাদিস শরিফে আছে, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাজ পড়তে দাঁড়ায়, সে তখন তার প্রতিপালকের সাথে আলাপ করে। সুতরাং তখন ডান দিকে থুতু নিক্ষেপ করবে না। বরং প্রয়োজনে বাম পায়ের নিচে থুতু ফেলবে।

ইন্নাল্লাহা ক্বালা মান আদা লী ওয়ালিয়্যান আযানতুহূ বিল হারবি, ওয়ামা তাকাররাবা ইলাইয়া আবদী বিশাই ইন আহাব্বু ইলাইয়া মিম্মা ইকতারাযতু আলাইহি, ওয়ামা য়াযানু আবদী সামআহু আল্লাজী য়াসমাউ বিহী ওয়া বাসারাহুল্লাজী য়ুবসিরু বিহী ওয়া য়াদাহুল্লাতী য়াবতিশু বিহা ওয়া রিজলাহুল্লাতী য়ামশী বিহা। হাদিসে কুদসি। (বোখারি ও মিশকাত)

অর্থ ঃ আমার বান্দা ফরজ আদায়ের মধ্য দিয়ে আমার নৈকট্য লাভ করে। ফরজ আদায়ের পর নফল ইবাদতের মাধ্যমে তারা আমার ভালোবাসা লাভ করে। আমি যখন কাউকে ভালোবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। যখন সে আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে তা দিই।

The Five Prayers are among the best acts of worship that the Muslim performs. Prayer is a unique training and developmental program which. if well and devotedly performed can achieve for a Muslim many valuable spiritual, physical and ethical gains. The importance of the prayer in Islam cannot be understand. It is the first pillar of Islam that the prophet. may the mercy and blessing of God be upon him mentioned after mentioning the testimony of faith by which one becomes a Muslims. It was made obligatory upon all the prophets and for all people. God has declared it's obligatory status under majestic circumstance.

once a man asked the prophet Mohammad (sm.) about the most virtuous deed. The prophet (sm.) stated that the most virtuous deed is the prayer. The man asked again and again and for the first three times The Prayer.

তাই আমি চিন্তা করে দেখলাম যে, মানুষ নামাজ ও আল্লাহর স্মরণ হতে গাফেল বা উদাসীন থাকে কেন। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাদের কোনো ভয় নাই বা বিশ্বাস নাই। মৃত্যুর পর কাল হাশরের দিন আল্লাহ তায়ালার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং পাপ-পুণ্যের বিচার হবে। এ বিশ্বাসের কমজুরি থাকার কারণে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে চায় না। এ সমস্ত আত্মার কালবের রোগ দূর করতে হলে এ মানুষদের একজন আল্লাহওয়ালা বা কামেল মোর্শেদের সান্নিধ্যে যেয়ে এবং তাদের কাছে দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ করে, বা কোরআন হাদিস মতে বাইয়াত গ্রহণ করে আত্মশুদ্ধি দিলজিন্দা ও নামাজে হুজুরি শিক্ষা গ্রহণ করা অতীব জরুরি। নচেৎ এ সমস্ত মানুষের মৃত্যুকালে নবীজির কালিমা ও আল্লাহর জিকিরের সাথে দম বাহির হবার ভয় আছে।

কাজেই আপনাদেরকে বিশেষভাবে অবগতির জন্য বলছি যে, এ অমূল্য সময় স্বপ্নের মতো চলে যাইতেছে আপনারা হুঁশ হন। মাতালের মতো আর কতদিন এভাবে থাকবেন? একটু চিন্তা করে দেখুন, আপনার বাবা কোথায় গেল? মা কোথায় গেল? ভাই বোন কোথায় গেল? ছেলেমেয়ে কোথায় গেল? তাই আপনি কি ভাবতেছেন যে, চিরদিন আপনি বেঁচে থাকবেন? নবী রাসূল অলি আল্লাহ গাউস কুতুব সকলেরই নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছে। কাজেই আপনিও তা গ্রহণ করবেন। তাই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা সুরা আলে ইমরানের ১৮৫ নম্বর আয়াতে বলেন–

'কুল্লু নাফসিন যাইকাতুল মাউত।' অর্থাৎ প্রতিটি নফসকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা সুরা নিসার ৭৮ নম্বর আয়াতে আরো বলেন–

'আইনা মা তাকূনু য়ুদরিককুমুল মাউতু ওয়ালাও কুনতুম ফী বুরূজিম মুশাইয়াদাহ।'

অর্থ ঃ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভিতরেও অবস্থান করো, তবুও।

'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।' অর্থ ঃ যেখান থেকে আসিয়াছ সেখানেই চলিয়া যাইতে হবে।

কামেল মোর্শেদ বা গুরু ছাড়া

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জন্য রুহ জীবিত করা ফরজ এবং রুহানি ওস্তাদ তালাশ করা ফরজ।

মাওলানা কাজি ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.) বলেন– পীরকে মহব্বত করা ওয়াজিব কেননা নায়েবে রাসুলই আল্লাহ ও রাসুলের দিকে ধাবিত করে।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.) 'কাওলুল জামিলে' লিখেছেন, আল্লাহর নৈকট্য এভাবে অর্জন হইবে (১) জিকির (২) মোরাকাবা (৩) পীরের সাথে একান্ত হওয়া।

মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি (রহ.) বলেন– তর্কাতর্কি ত্যাগ কর, খোদাপ্রেমিক হও। আল্লাহর প্রেম লাভের উদ্দেশ্যে কামেল পীরের খেদমতে নিজেকে বিলিয়ে দাও। (মসনবি শরিফ)

মাওলানা রুমি নিজে নিজে কামেল হতে পারেনি যতক্ষণ না শামসুত তাবরিজির গোলামি না করেছে।

খাজা গরিবে নেওয়াজ (রহ.) বলেন–

'জানে মান নেসারাম ব নামে হুসাইন
মোনামে বনামে গোলামানে হুসাইন।'

অর্থাৎ আমার জীবন শুধু হুসাইনের ইশকে উৎসর্গ নয়, বরং হুসাইন (রাঃ)-এর যারা গোলাম তাদের জন্যও আমার জীবন উৎসর্গ।

শেখ ফরিদ (রহ.) বলেন–

'হয়ে যদি থাক তুমি কঙ্কর পাথর
পীরের সোহবতে হবে রত্নের আকর।'

আমির খসরু নিজামউদ্দিন আউলিয়ার শানে বলেন–

'ওমরু কি বয়াত আহদাস গুজাস্তে।'

অর্থাৎ, হে আমার পীর, আমাকে সারাজীবন তোমার গোলামি থেকে নিরাশ করো না।

ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহ.) বলেন–

'মান তাফাক্কাহা ওয়ালাম ইয়াতাসাওওয়াফা ফাকাদ তাফাসসাকা, ওয়া মান তাসাওওয়াফা ওয়ালাম ইয়াতাফাক্কাহ ফাকাদ তাযানদাকা ওয়ামান জামাআ বাইনাহুমা ফাকাদ তাহাক্কাকা।'

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি শুধু ফিকাহ-এর জ্ঞান অর্জন করেছে অথচ তাসাউফের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়নি, সে ফাসেক। আর যে ব্যক্তি তাসাউফ অর্জন করেছে ঠিক কিন্তু ফিকাহের প্রতি উদাসীন, সে জিন্দিক বা ধর্মহীন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উভয়টিকে একত্র করল সে প্রকৃত সত্য পেল। তবে তাহাক্কাকাই হল ধ্যান-সাধনা। তবে ওস্তাদ না হলে বুঝব কি করে?

> বিদ্যা ও বুদ্ধি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের সন্তুষ্টি ও মানুষের কল্যাণে হওয়া উচিত। আপনাকে হঠাৎ করে কাউকে তিরস্কার ও নিন্দা করার অধিকার কে দিয়েছে? আল্লাহ তায়ালা কোরআন মাজিদে ফরমান- হে রাসুল, আপনি তো মানুষকে স্মরণ করাবেন এবং উপদেশ দিবেন। আপনি তো উপদেশদাতা। দয়াল নবীজির শানেও আল্লাহ তায়ালার এই হুকুম, আপনি কোথা থেকে কে আসলেন? কথায় কথায় অযাচিত ফতোয়া, কথায় কথায় বেদয়াত, আপনি তো ভুল করলেন

আমি শরিয়ত ও মারেফতের মধ্যেই ডুবে আছি। এটাই আমার গুরু আমাকে শেখাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত- ক্বালা রাসূলুল্লাহি (সাঃ) আল কোরআনু নাযালা আলা ছাবআতি আহরুফিন। লিকুল্লি আয়াতিন মিনহা যাহ-ারা ওয়া বাতান ওয়ালিকুল্লি হাদ্দিন মাতলা।

রাসূল (সঃ) বলেছেন– কোরআনকে সাত প্রকার ভাবার্থ দিয়ে অবতীর্ণ করা হয়েছে। প্রত্যেক আয়াতে একটি জাহের আছে আর আছে একটি বাতেন। আবার প্রত্যেক সীমার শুরুও আছে।

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা তীবি (রহ.) বলেন- কোন সীমা বা শুরুর শেষ নেই। কারণ সে শেষ হলো খাঁটি আল্লাহওয়ালাদের রাস্তা যা আল্লাহর নবী ও অলিদের মাঝে একটি রহস্য।

হাসান বসরি (রহ.) বলেন- ইলম দুই প্রকার। যথা–

১। ইলমুল কালব (অন্তরের বিদ্যা)
২। ইলমুল লিসান (মুখের বিদ্যা)

ইলমুল কালব (এটাই গোপন বিদ্যা বা মনোবিদ্যা) অথবা ধ্যান সাধনার বিদ্যা। এটা খুবই প্রয়োজন এবং উপকার। ইলমুল লিসান হলো বৈষয়িক বিদ্যা বা শরিয়তের বিদ্যা, এটাই আদম সন্তানের ওপর দলিল।

এই ব্যাখ্যায় মোল্লা আলি কারি (রহ.) বলেছেন- যেই বিদ্যা যত প্রয়োজন সেই বিদ্যায় গুরু (ওস্তাদ) তালাশ করা ততো আবশ্যক।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সঃ) এরশাদ করেন- 'ওয়া ইন্না আলিয়্যু ইবনে আবি তালেব ইনদাহু মিনাজ জাহের ওয়াল বাতেন।'

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট জাহেরি এবং বাতেনি বিদ্যা রহিয়াছে।

সুফি আজম বু-আলি কলন্দর (রহ.) দেওয়ানে বুআলিতে ফরমান-

'হর আনে আর এশকে রব চশমে নেগা কর
হোওয়ায়ে খানেহ খামার দরদ।'

অর্থাৎ, কোন আরেফ বা সুফি সাধক কারও ওপর যদি দয়ার দৃষ্টি বা নজরে করম করে, তখন সে ব্যক্তি ঘর ছেড়ে আল্লাহর প্রেমে নিমগ্ন হয়ে যায়। উপরোল্লেখিত কোরআন ও হাদিস ফকিহগণের এবং সুফিগণের দলিল প্রমাণের পরও, যদি কাহারো আরও প্রমাণের বা দলিলের প্রয়োজন হয়, তবে সেটা যদি হয় হেদায়েত অথবা জানার উদ্দেশ্যে তবে আরও দলিল প্রমাণ রয়েছে গুরুর প্রয়োজনের স্বপক্ষে। আর যদি হয় তর্কের জন্যে তবে মনে করব, আপনি কপাল পোড়া বদনছিব ও বেয়াদব। বেয়াদব, আল্লাহর রহমত থেকে সদা বঞ্চিত থাকে।

তবে কঠিন ধ্যান সাধনায় যারা আত্মত্যাগ করেছেন এবং আল্লাহর করুণা অর্জনের জন্য যাহারা পীর মোর্শেদ ও অলিগণের অনুসরণ করেছেন এবং নিজেকে ও প্রভুকে চেনার জন্য যারা সুফিবাদের পথে নিজেকে একান্ত করেছেন, তাদেরকে যারা কাফির বা মোশরেক বা বেদায়াতি মনে করেন, আল্লাহ তাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন।

সুফিবাদের যদি প্রয়োজন না হতো তাহলে ফখরউদ্দিন রাজি (রহ.) এত বড় থাকা সত্ত্বেও গুরু নাজিমুদ্দীন কোবরার নিকট যেতেন না। ইমাম গাজ্জালিও আবু আলি ফারমুদির (একজন নিরক্ষর সাধক ছিলেন) নিকট যেতেন না। মাওলানা রুমিও (নিরক্ষর) শামসুদ্দিন তাবরিজির নিকট যেতেন না।

আপনার বিদ্যা ও বুদ্ধি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের সন্তুষ্টি ও মানুষের কল্যাণে হওয়া উচিত। আপনাকে হঠাৎ করে কাউকে তিরস্কার ও নিন্দা করার অধিকার কে দিয়েছে? আল্লাহ তায়ালা কোরআন মাজিদে ফরমান- হে রাসুল, আপনি তো মানুষকে স্মরণ করাবেন এবং উপদেশ দিবেন। আপনি তো উপদেশদাতা। দয়াল নবীজির শানেও আল্লাহ তায়ালার এই হুকুম, আপনি কোথা থেকে কে আসলেন? কথায় কথায় অযাচিত ফতোয়া, কথায় কথায় বেদয়াত, আপনি তো ভুল করলেন। যেখানে হযরত মুসা নবীর ন্যায় জাদরেল নবী, খিজির (আঃ)-এর সাথে ধৈর্য্য ধরতে পারলেন না তাই বলে খিজির (আঃ)-কে কাফের উপাধি দেন নাই।

আপনার বিদ্যার অহংকার উদ্দেশ্যমূলক, জ্বালাময়ী বক্তৃতার শব্দ চয়ন হতে পারে লাখো লাখো মানুষের ধ্বংসের কারণ, আপনার জবাব প্রভুর সম্মুখে কী হবে?

ফতোয়ার কিতাব 'দুররুল মোখতার' এর মুরতাদ অধ্যায় ৩৯৯/৩ ফতোয়ায় স্পষ্ট বলা আছে, যদি কাউকে কাফের বা মোশরেক ফতোয়া দেওয়ার স্বপক্ষে অনেক কারণ থাকে, আর যদি একটি দলিল থাকে না হবার পক্ষে তবে আপনি কোন মতেই কাফের ফতোয়া দিতে পারবেন না। যত বড় মুফতি হন না কেন?

মহানবী (সঃ)-এর প্রিয় সাহাবা এবং আপন চাচাতো ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) সুন্দর একটি উপদেশ দিয়ে গেছেন যে, যেখানেই কোন জ্ঞান পাবে অর্জন কর। কিন্তু কোন ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ো না। অপরের ওপর চড়াও হয়ো না। এটা নির্বোধ ও দাম্ভিক লোকের কর্ম। জ্ঞানীদের নহে।

যেখানে আল্লাহ নিজেই বলেছেন– 'সাবধান! আমার বন্ধুগণ মরেও অমর। (আল কোরআন)

আল্লাহ আরো বলেন, আমার বন্ধুর সাথে যাহারা দুশমনি করে, তাদের সাথে আমি জিহাদের ঘোষণা দিলাম। (সুরা ইউনুস, আয়াত ৬২)

উপরে উল্লেখিত দলিলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের জন্য অবশ্যই দয়াল নবীজিকে জান-প্রাণের চেয়েও অধিক ভালোবাসতে হবে এবং রাসুল (সঃ)-কে ভালোবাসতে গেলে, অবশ্যই নায়েবে রাসুলদেরকে ভালোবাসতে হবে এবং তাদের সোহবত বা সান্নিধ্য অর্জন করলেই নাজাত মিলবে।

মানবপ্রেমের পাঠশালা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কেবলাজানের নৈকট্য লাভ করে।

তিনি নিজেকে চেনার যে পরম সাধনায় বহু বছর ধরে নিমগ্ন, সেই নিমগ্নতার সামান্য অনুসরণও যারা করতে পারছেন, তাদেরই জীবন বদলে যাচ্ছে। নিষ্ঠুর মানুষটিও নিষ্ঠুরতা ভুলে গিয়ে কোমল হৃদয়ের অধিকারী হচ্ছেন। বেনামাজি নামাজি হচ্ছেন। অবিশ্বাসী বিশ্বাসী হয়ে উঠছেন। গত প্রায় দেড় যুগ ধরে খাজাবাবার সান্নিধ্যে আসা অনেক মানুষের পরিবর্তন দেখলাম। এ আমার পরম সৌভাগ্য। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান সবসময় বলেন, বাবারা, মানবসেবাই পরম ধর্ম। আপনারা মানবসেবা করবেন সাধ্যমতো। নিজের দোষ তালাশ করবেন, অন্যের দোষ খুঁজবেন না। তাহলেই শুদ্ধ মানুষ হয়ে যাবেন।

এই বাণী যে কত বড় সত্য, তা এই উপমহাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে আসা সুফিসাধক পীর ফকিরদের জীবনাচারের ইতিহাস পড়লেই বোঝা যাবে। তারা তলোয়ার চালিয়ে ইসলাম প্রচার করেননি, আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা, মানবসেবা আর মানুষকে ভালোবেসেই তাদের মন জয় করে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে শান্তির ধর্মের প্রসার ঘটিয়েছেন। আমরা খাজাবাবা কুতুববাগীর দরবারেও সেই মানবপ্রেমের শিক্ষা পাই। তাঁর দরবার শরীফে গরিব-ধনী ভেদ নেই, ধর্ম-বর্ণ ভেদ নেই, সকলেই সমান। সব মানুষই খাজাবাবার কাছে নিত্য দিন আসেন। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ আসেন। তিনি তাদের সব কথা–অভাব অভিযোগ, রোগ-শোক এমনকি আত্মার সমস্যার কথাও মনোযোগ দিয়ে শোনেন। সবর (ধৈর্য) ধারণের শিক্ষা দেন। আল্লাহর পথে, সৎপথে, মানবসেবার পথে চলার শিক্ষা দেন। কুতুববাগ দরবারের লঙ্গরখানা বারোমাস খোলা, সেখানে ধনী-গরিব ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ সবাই তবারক গ্রহণ করেন। মানবসেবার জন্য দানও করেন অনেকে। মানবপ্রেম শেখার এমন পাঠশালা তো দীর্ঘ জীবন-পথে আর কোথাও দেখলাম না। তাই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ চিত্তে বলি, আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শোকরিয়া, এখানে আসতে পেরেছি। আল্লাহ সবাইকে নামাজে হুজুরি, দিলজিন্দা আর মানবপ্রেমের শিক্ষা গ্রহণের জন্য এই দরবারে আসার তৌফিক দিন। আমিন।

লেখক : বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক

আমার কিছু উপলব্ধি

মাওলানা মতিউর রহমান এছলাহী আল মোজাদ্দেদি

আমি মতিউর রহমান এছলাহী বাংলাদেশের অনেক দরবার শরীফে গিয়েছি। এ সমস্ত দরবার শরীফে গিয়ে কোনপ্রকার আত্মার শান্তি ও আল্লাহকে পাওয়ার কোন শিক্ষা পাইনি বা দেখিনি। আমার দেখা ওই সব দরবারের পীরসাহেবরা তাবিজ/কবজ, ঝাঁড়-ফুঁ, পানি পড়া, ডিম পড়া, ডাব পড়া, সুতা পড়া, তেল পড়া, কলম পড়া ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমি বর্তমানে এমন একজন কামেল ও মোকাম্মেল পীরের সান্নিধ্যে এসে, যে শিক্ষা পেয়েছি আর কোন দরবার শরীফে তা পাইনি। কুতুববাগ দরবার শরীফের পীরকেলাজানের শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শ এমনই যে, তিনি কোনপ্রকার তাবিজ-কবজ, ঝাঁড়-ফুঁ, ডিম পড়া, তেল পড়া, কলম পড়া বা অন্য কোন পড়া দেন না। তবু দেখছি প্রতিনিয়ত কুতুববাগ দরবার শরীফে অনেক মানুষই বাবাজানের কাছে আসছেন, আবার কেউ কেউ তাদের আত্মশুদ্ধি-দিলজিন্দা, নামাজে হুজুরি অর্জন করাসহ আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আসেন।

আমি গত ২০ বছর ধরে খাজাবাবা কুতুববাগী বাবাজানের সান্নিধ্যে আছি এবং দেখে আসছি যে, প্রতিনিয়ত এ পবিত্র দরবার শরীফে দেশ-বিদেশের অসংখ্য গরিব-দুঃখী, ধনী-মানী, দলমত নির্বিশেষ সকল ধর্মের অগণিত মানুষ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসেন এবং কেবলাজানের কাছে নালিশ দেন। যদি বাবাজান কারো নালিশ একান্তভাবে গ্রহণ করেন, তবেই বাবাজানের উছিলায় আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে তাদের সেই মকসুদ কবুল হয়। কুতুববাগ দরবার শরীফে এমন সত্যই আমি দেখে আসছি।

লেখক : খাদেম, কুতুববাগ দরবার শরীফ

কামেল পীরের তাওয়াজ্জুহ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

রাসুলেপাক (সঃ) বললেন, এখনও তুমি পূর্ণ মুমিন হতে পারনি।' এই বলে তিনি ওমর ফারুক (রাঃ)-এর কাঁধে পুনরায় তাওয়াজ্জুহ্ দান করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তোমার কি অবস্থা? উত্তরে ওমর ফারুক (রাঃ) বললেন– 'ইয়া রাসুলাল্লাহ আমার অন্তরে আপনার ভালোবাসা ব্যতিত অন্য কারো ভালোবাসা নেই। রাসুলেপাক (সঃ) বললেন– 'এখন তুমি পূর্ণ মুমিন হয়েছ।' উপরোক্ত হাদিস দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, শরিয়ত অনুসারে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত আদায় করে, রাসুলেপাক (সঃ)-এর পবিত্র সংস্পর্শে থাকার পরও পূর্ণ মুমিন হতে পারেননি, যতক্ষণ না রাসুলেপাক (সঃ) তাঁকে তাওয়াজ্জুহ্ দান করেছেন। তাওয়াজ্জুহ্ এক প্রকার আধ্যাত্মিক শক্তি, যা নবী-রাসুলগণ তাঁদের উম্মতের ওপর ও অলি-আউলিয়াগণ তাঁদের মুরিদদেরকে দান করেন। যার ফলে ওই উম্মত কিংবা মুরিদের মনের কু-প্রবৃত্তির অবসান হয়ে সু-প্রবৃত্তির উদয় হয়। মানুষ নফসে আম্মারা থেকে নফসে মুতমাইন্নায় পৌঁছতে সক্ষম হয়। তাওয়াজ্জুহর প্রকার ভেদ : মাওলানা শাহ্ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) 'তাফসিরে ফতহুল আজিজ'-এ সূরা ইকরা-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন– 'কামেল ব্যক্তিদের তাসির যাহা অন্য মানুষের অন্তরে আছর সৃষ্টি করে, তরিকতের ভাষায় যাহাকে তাওয়াজ্জুহ বলা হয়।' আমার পীর-মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান বলেছেন তাওয়াজ্জুহ চার প্রকার যথা–

তাওয়াজ্জুহে এনকাছী : এর ধরন বা স্বরূপ, যেমন এক ব্যক্তি অধিক পরিমাণ সুগন্ধ মাখিয়া কোন এক সভায় উপস্থিত হলো এবং সেই আতরের সুঘ্রাণ উপস্থিত সকলকে সুরভীত করে তুললো। কিন্তু ওই ব্যক্তি মজলিস থেকে বাহিরে গেলে সেখানে ঘ্রাণ আর পাওয়া যায় না, কেননা এ ঘ্রাণ স্থায়ী নয়। এটাই তাওয়াজ্জুহের সর্বনিম্ন প্রকার।

তাওয়াজ্জুহে এলকাহী : এর ধরন বা স্বরূপ, যেমন এক ব্যক্তি একটি নিভানো প্রদীপ নিয়ে অন্য এক ব্যক্তির নিকট হাজির হলো। তার কাছে ছিল আগুন, সে আগুন প্রদীপে ছোঁয়াতেই আলোময় হয়ে উঠল। এ প্রকারের তাওয়াজ্জুহ অবশ্য কিছু ক্ষমতা রাখে। কেননা শিক্ষাদাতার সান্নিধ্য থেকে দূরে গেলেও এর তাছির থাকে। কিন্তু যখন কোন প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয় যেমন ঘূর্ণিবার্তা, ঝড়বাদল ইত্যাদি, তখন এর প্রভাব হ্রাস পেতে শুরু করে।

তাওয়াজ্জুহে এছলাহী : এর ধরন বা স্বরূপ, যেমন কোন বদ্ধ পুকুর বা ডোবার সাথে নালা কেটে নদীতে সংযুক্ত করলে পুকুর বা ডোবায় অনবরত পানি প্রবাহিত হয়। কিন্তু বিনা পরিচর্যায় ময়লা-আবর্জনা পরে কখনো নালাটি বন্ধ হতেই পারে এবং হয়। তখন তা পরিষ্কার করে দিলে আবার পানি প্রবাহিত হয়। উপরে উল্লেখিত দু'টি তাছির অপেক্ষা এই প্রকারের তাছির অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন। এর দ্বারা নফসের এছলাহ এবং লতিফার পরিশুদ্ধি হয়ে থাকে। কিন্তু এ তাছিরের ধারণ ক্ষমতা নির্ভর করে পুকুর বা ডোবার বিস্তৃতির ওপর। যে নদী থেকে পানি প্রবাহিত হয় এর ওপর নয়।

তাওয়াজ্জুহে এত্তেহাদী : এর ধরন বা স্বরূপ, যেমন দুধে চিনি মিশ্রণ করলে চিনি আর খুঁজে পাওয়া যায় না, দুধের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। তেমনই কামেলপীর তাঁহার কামেল রুহকে মুরিদের রুহের সঙ্গে ভালো করে মিলিয়ে নিবেন। পীরের কামেল রুহ মোবারক মুরিদের রুহের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। তাওয়াজ্জুহসমূহের মধ্যে এটাই সবচেয়ে শক্তিশালী। কেননা উভয় রুহের সম্মিলনের ফলে পীরের পবিত্র রুহের সমস্ত কিছু মুরিদের রুহে প্রবেশ করে। এরপরে তার বারবার ফয়েজ গ্রহণ করার দরকার থাকে না। যেমন হযরত বাকী বিল্লাহ (রঃ) বর্ণিত– 'একদা তাঁর বাড়িতে কয়েকজন মেহমান উপস্থিত হলেন। কিন্তু ঘরে কোন খাদ্যদ্রব্য না থাকায় তিনি চিন্তিত হয়ে খাদ্যান্বেষণ করতে লাগলেন। তাঁর গৃহ সংলগ্নেই ছিল এক রুটিওয়ালার দোকান। হুজুরের এ অবস্থা জানতে পেরে রুটিওয়ালা ঘিয়ে ভাজা সুস্বাদু রুটিতে খাঞ্জা পরিপূর্ণ করে যত্নসহকারে হযরত বাকী বিল্লাহর খেদমতে উপস্থিত হলেন।

> মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) বলতেন, মহান আল্লাহ এই ফকীরকে এমন শক্তি দান করেছেন যে, সে যদি কোন শুষ্ক কাঠের প্রতি তাওয়াজ্জুহ দেয়, তাহলে তার দ্বারা একটি জগত নূরে নূরান্বিত হয়ে যাবে। কিন্তু শেষ জামানায় এই ধরনের কারামতের বহিঃপ্রকাশ মহান আল্লাহর অভিপ্রায় নয়। হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ)-এর সেই তাওয়াজ্জুহ শক্তি সিনাবো-সিনা হয়ে তাঁর ১৩তম খলিফা, বর্তমান জামানার মোজাদ্দেদ আমাদের খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের কাছে এসেছে

খাজাসাহেব সন্তুষ্ট হয়ে রুটিওয়ালাকে খাবারের মূল্য জিজ্ঞাসা করলেন। রুটিওয়ালা বিনীতভাবে বললো, আমি এর মূল্য চাই না, তবে আপনি আমাকে আপনার মত বানিয়ে দিন। তিনি বললেন– 'তুমি তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না। বরং মূল্য গ্রহণ কর।' রুটিওয়ালা কিছুতেই রাজী হলো না। বরং বারবার বিনীতভাবে একই অনুরোধ করতে লাগলো। অগত্যা খাজাসাহেব নাচার হইয়া তাকে হুজরার মধ্যে নিয়ে গেলেন এবং তাওয়াজ্জুহে এত্তেহাদী প্রয়োগ করিলেন। অতঃপর হুজরা থেকে বাহির হলে দেখা গেল উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। উভয়ের সুরত সম্পূর্ণ এক। তবে পথর্ক্য এই যে, খাজাসাহেব স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছেন, আর রুটিওয়ালা সম্পূর্ণ বেহুঁশ-অস্থির। এভাবে তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর বেহুঁশ অবস্থায় রুটিওয়ালা ইন্তেকাল করলো' (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আমার পীর-মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের শাজারা মোবারকে হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ)-এর পরে যিনি পীর-মুর্শিদ ছিলেন হযরত আদম বিন নূরী (কুঃ ছিঃ আঃ), তিনি বলেছেন, আমি সর্বপ্রথম হযরত মোজাদ্দেদ (রঃ)-এর খলিফা খাজা খিজির (রঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে তরিকার জিকির শিখেছিলাম ও উচ্চতর হালত অর্জন করেছিলাম। হাজী সাহেবের নিকট নিজের অলৌকিক ঘটনাবলী উল্লেখ করেছিলাম। হাজী সাহেব বললেন, এর থেকে বেশি কিছু আমার কাছে নেই। এখন তুমি হযরত মোজাদ্দেদ (রঃ) এর দরবারে যাও। আমি হাজী সাহেবের অনুমতি নিয়ে হযরত মোজাদ্দেদ (রঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। সকল ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, এতো প্রাথমিক অবস্থা। এখনও কামালত আসেনি। একথা শুনে আমি বুঝলাম, হযরত মোজাদ্দেদ (রঃ) আমার আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য এরূপ বললেন। তা না হলে এর থেকে বেশি কামালতের আর কী হতে পারে? কিন্তু হযরতের প্রতি আমার গভীর আস্থা ছিল। তাই আমি তাঁর দরবারেই রয়ে গেলাম। কিছু কাল পর আমার এমন হালত হল যে, এর তুলনায় আগের হালকে প্রাথমিক অবস্থার হালও বলা যায় না' (সূত্র- হাজরাতুল কুদুস, পৃঃ-৩৪৫)।

হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) বলতেন, মহান আল্লাহ এই ফকীরকে এমন শক্তি দান করেছেন যে, সে যদি কোন শুষ্ক কাঠের প্রতি তাওয়াজ্জুহ দেয়, তাহলে তার দ্বারা একটি জগত নূরে নূরান্বিত হয়ে যাবে। কিন্তু শেষ জামানায় এই ধরনের কারামতের বহিঃপ্রকাশ মহান আল্লাহর অভিপ্রায় নয়। হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ)-এর সেই তাওয়াজ্জুহ শক্তি সিনাবো-সিনা হয়ে তাঁর ১৩তম খলিফা, বর্তমান জামানার মোজাদ্দেদ আমাদের খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের কাছে এসেছে। রাসুলেপাক (সঃ) যে তাওয়াজ্জুহ দ্বারা সাহাবিদের পবিত্র করেছেন, সেই তাওয়াজ্জুহ্ প্রদানের শক্তিই রাসুলেপাক থেকে সিনাবো-সিনা হয়ে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হয়ে, হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ)-এর কাছে এসেছে। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের প্রিয়তম মুর্শিদ ঢাকা জেলার ডেমরা থানাধীন মাতুয়াইল নিবাসী বিশ্বখ্যাত মোফাসসিরে কোরআন শাহসূফী খাজা মাতুয়াইলী (রঃ)-এর হাতে বাইয়াত হয়ে, দীর্ঘ ১১ বছর গভীর ও কঠোর রিয়াজত-সাধনা, ধ্যান-মোরাকাবা ও আপন পীরের খেদমত করে অর্জন করেন সেই মহামূল্যবান কামালিয়াতের দরোজা। যে দরোজা বা মোকামের শক্তির নূরে, কেবলাজানের নূরানী হাতে কেউ সবক নিলে তাঁর কলব আল্লাহর জিকিরে নেচে ওঠে। কারো কারো একটু সময় লাগে তবে ৪০ দিন রিয়াজত-সাধনা ও তরিকার আমল করলে অবশ্যই কলবে আল্লাহর জিকির জারি হবেই। তখন আস্তে আস্তে এক সময় মানুষের শরীরের ৩৩ কোটি লোমকূপের গোড়া থেকে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ নামের জিকির জারি হয় এবং রক্ত, মাংস, শিরা-উপশিরা সবাই আল্লাহর জিকিরে মশগুল হয়ে ওঠে। তখন সুলতানুল আসগার জারি হলে একজন সাধারণ মানুষ, অসাধারণত্ব লাভ করে আল্লাহর বন্ধুতে পরিণত হয়। আর তাই পরম আত্ম-বিশ্বাস নিয়ে বলছি, কুতুববাগ দরবার শরীফ হচ্ছে, মহান আল্লাহর অলি বা বন্ধু গড়ার কারখানা, যে কারখানার কারিগর কামেল গুরু খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান।

লেখক : এ্যাসিসটেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিঃ, খাদেম, কুতুববাগ দরবার শরীফ

যাত্রাপথে খুঁজবে কারে

সেহাঙ্গল বিপ্লব

আল্লাহর বন্ধু কুতুববাগী
কামেল মুর্শিদ কেবলাজান
কলবে নূরের জ্যোতি জ্বেলে
সেই আলোতে পথ দেখান।

ভোগ-বিলাসে ছিলাম ডুবে
ভ্রান্ত পথের পথিকজন
কামেল গুরুর সঙ্গ ছাড়া
কেউ পাবো না পরমধন।

সময় যেন ঘূর্ণি বাতাস
চলছে দৌড়ে দিবস ও রাত
কখন বুঝি সামনে আসে
রোজ-হাশরের পুলসিরাত!

সেই নিদানের যাত্রাপথে
খুঁজবে কারে বেহুঁশ মন
পেতে হলে ডাকো তারে
হুঁশ দর দমে সারাক্ষণ।

বসত বাড়িতে জ্বলছে আলো
হৃদয়- বাড়ি অন্ধকার
সে পাবে না মাওলার দেখা
কল্‌বের মুখ বন্ধ যার।

শান্তির জন্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রান্তেই হট্টগোল সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু কুতুববাগ দরবার শরিফের ওরছ- তা রাজধানীর ফার্মগেটের আনোয়ারা উদ্যানেই হোক, নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানাধীন কুতুববাগ খানকা শরীফেই হোক অথবা ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার কানিহারি ইউনিয়নের আহাম্মদ বাড়ি (সেনবাড়ি) হোক, সব জায়গায় লাখ-লাখ ভক্ত-আশেকের শৃঙ্খলা রক্ষার যে নজীর, তা অতুলনীয়। সেখানে প্রশ্ন দেখা দেবে, কোন গুরুর শিষ্য তারা? এ প্রশ্নের সমাধানও রয়েছে ওই মহাপবিত্র ওরছেই, তারা খাজাবাবার অনুসারী, যারা নিরবে-নিভৃতে কাজ করে যাচ্ছেন ইসলামের মরমী দিকটিকে পাথেয় করে। আমি দেখছি এ দরবারে এক পক্ষ দিচ্ছে, আরেক পক্ষ তা বণ্টন করে দিচ্ছে, নেই কোনো হট্টগোল। শরিয়তকে পূর্ণজ্ঞানে সামনে রেখে- এর ছোটবড় সকল অনুসাশনকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করে ইসলামের শান্তির দিকটি নিরবচ্ছিন্নভাবে চর্চা করছেন খাজাবাবা কুতুববাগী, আপন আশেক-ভক্ত-মুরিদ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে। জয় হোক খাজাবাবার চেষ্টা, সফল হোক সুফিবাদ, শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক পৃথিবীতে।

লেখক : সাংবাদিক ও খাদেম, কুতুববাগ দরবার শরীফ

শান্তির জন্য সুফিবাদ

খালেদ ফারুকী আল মোজাদ্দেদী

ইসলাম শান্তির ধর্ম। এই ধর্মে উগ্রবাদের কোনও স্থান নেই। জীবন জীবিকার সঙ্গে ধর্ম যে কীভাবে সম্পর্কিত, তা কেবল ইসলাম মনেপ্রাণে অনুসরণকারীরাই বুঝতে পারেন। এর অন্যতম আকর্ষণীয় দিকটি হলো সুফিবাদ। ধর্মের এই মরমী দিকটি কালেকালে যুগে যুগে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। এই জমানায় বাংলাদেশে সুফিবাদের চর্চা মূলত এগিয়ে চলছে খাজাবাবা কুতুববাগীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

সুফিবাদের সরল সোজা যে দিকটি খাজাবাবা শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তার মর্মবাণী হলো আত্মঅনুসন্ধান। মানুষ নিজেকে না চিনলে আল্লাহতায়ালাকে যেমন চিনতে পারবে না, তেমনি নিজের পেছনে লেগে নিজেকে ঠিক না করলে অন্ধের হাতি দর্শনের মতো জীবন পার হয়ে গেলেও ইসলামের মর্মমূলে পৌঁছাতে পারবে না। সারাজীবনের সকল চেষ্টা হবে ব্যর্থ।

খাজাবাবা কুতুববাগী নিরবচ্ছিন্ন সাধনারত এক মহাপুরুষ, যার শিক্ষা যে কোনো ধর্মের মানুষ বিবেচনায় নিতে বাধ্য হবেন। কুতুববাগ দরবার শরিফে সুফিবাদ চর্চার যে কেন্দ্র তিনি গড়ে তুলছেন, একদিন তা সারাবিশ্বের অনন্য উদাহরণ হিসাবে বিবেচ্য হবে। তার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুষ আত্মঅনুসন্ধানে ব্যপৃত হলে সমাজের ছোটবড় অনেক অসাম্যই দূর হবে। তিনি বলেন, সূফিবাদই শান্তির পথ। ঝাঞ্জাবিক্ষুব্ধ দুনিয়ায় এই বাণী ব্যাপকভাবে প্রচার হলে শান্তির ছায়াতলে চলে আসবে এই পৃথিবী।

খাজাবাবা কুতুববাগীর জীবন চরিত্র অনুসরণ করলে ইসলামের শান্তিময় মরমী দিকটি ফুটে ওঠে। তিনি বলেন, পরনিন্দা-পরচর্চা থেকে বিরত থেকে নিজেকে শোধরাণের কাজটি সবচে গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের প্রতিটি পরতে তার নির্দেশ একদিকে যেমন ইসলামের বর্ণ-গন্ধ-ছন্দ-গীতি অনুসরণের আবশ্যকতা তুলে ধরে, তেমনি ইসলামকে সার্বজনীন ধর্ম হিসাবে প্রতিপন্ন করে বিবেকবান যে কোনো নারী-পুরুষের কাছে।

তিনি শরিয়তের ছোটবড়ো সকল অনুশাসন পালনের ওপর গুরুত্ব দেন। এখানে কোনো ছাড় বা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে তিনি সতর্কবাণী দেন। আর এগুলো পালনের জন্য অহিংস পথ অনুসরণের যে শিক্ষা খাজাবাবা দেন, তার তুলনা কেবল তিনিই, অন্য কেউ নন। তাঁর অমিয়বাণীগুলো বিদগ্ধ প্রাজ্ঞজনকে ক্ষণকাল না ভাবিয়ে পারে না। আর সেই বানী অনুসরণ করলে সকল ধর্মের মানুষই উপকৃত হবেন। আত্মার আলো'র প্রতিটি সংখ্যায় খাজাবাবা ধর্মীয় যে দলিল উপস্থাপন করছেন, তা এই জমানায় অদ্বিতীয়। খাজাবাবার প্রতিটি লেখা শরিয়তের ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো, যার তত্ত্বতালাশে পৌঁছা যায় মারেফতের নিগুঢ় সত্য অনুসন্ধানের দ্বারপ্রান্তে।

খাজাবাবার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে লাখ-লাখ আশেক-জাকের ভক্ত-মুরিদ বছরের নির্দিষ্ট সময়ে যে ওরশে সমবেত হন, সেখানেও ফুটে ওঠে ইসলাম চর্চার মরমী দিক সুফিবাদ। লাখ লাখ লোকের সমাবেশ শহরের যে কোনো (৩য় পাতায় দেখুন)

খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের বাণী

চারটি বিষয় অর্জন করা তরিকার মূল উদ্দেশ্য

- জমিয়ত অর্থাৎ, বিচ্ছিন্ন মনকে একমাত্র আল্লাহর চিন্তার দিকে নিয়োজিত করা।
- হুজুরী অর্থাৎ, আল্লাহকে হাজের (সর্বত্র বিরাজমান) নাজের (সর্বদর্শী) মনে করবার ক্ষমতা অর্জন করা।
- যজবাত অর্থাৎ, আল্লাহর দিকে মন প্রতি মুহূর্তে আর্কষিত হওয়া।
- ওয়ারেদাত অর্থাৎ, আল্লাহর তরফ থেকে অসহ্যকর ফয়েজপ্রাপ্ত হওয়া।

সালেক ও মুরিদের জন্য এই চারটি কাজ অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ
(১) নির্জনতা (২) নির্বাক অবস্থা (৩) ক্ষুধা সহ্য করা এবং (৪) অনিদ্রা অভ্যাস করা।

প্রতি বৃহস্পতিবার কুতুববাগ দরবার শরীফে সাপ্তাহিক দোয়ার মাহফিল পালন করা হয়।

বাদ মাগরিব থেকে আরম্ভ হয়ে রাত ১০টার দিকে কেবলাজান হুজুর মানবজাতির উদ্দেশে নসিহত-বাণী, শিক্ষা-দীক্ষা ও দোয়া করেন। রাতের ৩য় ভাগে রহমতের ফয়েজ বাতান ও মোরাকাবা শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

প্রতি শুক্রবার দরবার শরীফের জামে মসজিদে আল্লাহর অলি-বন্ধুর সঙ্গে অসংখ্য মুসললি জুমার নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে পীর কেবলাজান মহা-মূল্যবান নসিহত-বাণী ও তরিকতের আমল শিক্ষা দেন।

মানবপ্রেমের পাঠশালা

'শুন হে মানুষ ভাই
সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই...'
সেই কোন সুপ্রাচীন কালের কবির উচ্চারণ! আজো বিস্মিত হয়ে দেখি মানবতার এই বাণীই চির সত্য।

অর্থাৎ মানুষ যে আঠারো হাজার মাখলুকাতের মধ্যে সৃষ্টির সেরা জীব, সে কথা যুগে যুগে মুনিঋষিরা তো বলে গেছেনই, বলে গেছেন কবি-সাহিত্যিক এবং আধ্যাত্মিক মহাসাধকেরাও। পবিত্র কোরআন শরিফসহ পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থেও মানুষেরই মহিমার কথা নানাভাবে উচ্চারিত হয়েছে। মানবগুরুর দীক্ষাই যে বড় জ্ঞানের ভাণ্ডার সেকথাও আমরা জানি। পবিত্র হাদিস শরিফেও মানুষের মহত্তের কথা বলা হয়েছে।

সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার ওপরে নাই–এই চিরসত্য জেনেও ক'জন আমরা নিজের ভেতরে যে এই মহত্ত লুকিয়ে আছে,তা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি? যারা আবিষ্কার করতে পেরেছেন, তারা মহৎ মানুষ হয়ে মানবজাতির দীক্ষাগুরু রূপে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। আর যারা নিজেকে চিনতে পারেননি, তারা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকেও চিনতে পারেননি। আর মানুষের পরম সত্তার মহিমাও বুঝতে সক্ষম হননি। যে কারণে পবিত্র হাদিস শরিফে স্বয়ং রাসুল করিম (সঃ)-এর জবানিতে পাওয়া যায়– 'মান আরাফা নাফসাহু, ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু।'

অর্থাৎ যে নিজেকে বা নিজের নফসকে চিনতে পেরেছে, সেই পরম করুণাময় আল্লাহকে চিনতে পেরেছে। কারও পক্ষেই একা একা নিজেকে চেনা এবং আল্লাহকে চেনা সম্ভব নয়। সে জন্য পূর্ণ এবং পূণ্য মানুষ হতে হয়। সাধনার দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে নিজেকে চিনতে হয়। সেই চেনার জন্য চাই একজন পরম গুরু। যাকে বলা যায় আধ্যাত্মিক মহাসাধক। সেই সাধক বা সিদ্ধ পুরুষের সন্ধান পেলেই প্রকৃত মানুষের মহত্ত্ব অর্জন করা যায়। নিজের ভেতরের পরম অচিনকে চেনা যায়। পৃথিবীতে যত মহামানব এবং পরম সাধকদের কথা জানা যায়, তারা সকলেই কোনো না কোনো উছিলায় নিজেকে চেনার সাধনার সুযোগ পেয়েছেন। সকল অলি-আল্লাহ বা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়াগণও কোনো না কোনো মহান গুরু সাধক, কামেল পীর-ফকিরের সান্নিধ্য ও সেবার মধ্য দিয়ে পরম জ্ঞান লাভ করে সিদ্ধ পুরুষ হয়েছেন।

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহিয়ান–এ সত্য কবিতায় পড়ে জেনেছিলাম বাহ্যিক অর্থ মাত্র, এর প্রকৃত স্বাদ, এর বাস্তব প্রমাণ পেলাম আমার মোর্শেদ যুগের হাদি খাজাবাবা কুতুববাগী (৩য় পাতায় দেখুন)

কামেল পীরের তাওয়াজ্জুহ ছাড়া পূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন

মহানবী রাসুল (সঃ) এরশাদ করেছেন– কোন ব্যক্তিই পুরোপুরি ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং পৃথিবীর সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হবো। সুতরাং পূর্ণ ঈমানদার হতে হলে শুধু রোজা, নামাজ হলেই হবে না, রোজা নামাজের সাথে রাসুলে করিম (সঃ)-কে অধিক পরিমাণে ভালোবাসতে হবে। একদিন রাসুলেপাক (সঃ) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-কে বললেন– 'তুমি আমাকে কতটুকু ভালোবাস? ওমর ফারুক (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ আমার অন্তরে আপনার ভালোবাসা, আমার নিজের জন্য ভালোবাসা ও আমার পরিবারের জন্য ভালোবাসা বিদ্যমান। রাসুলেপাক (সঃ) বললেন– 'এখনো তুমি পূর্ণ মুমিন হতে পারোনি।' এই বলে তিনি ওমর ফারুক (রাঃ)-এর কাঁধে তাওয়াজ্জুহ্ দান করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি অবস্থা?' উত্তরে ওমর ফারুক (রাঃ) বললেন– 'ইয়া রাসুলাল্লাহ আমার অন্তরে আপনার ভালোবাসা ও আমার নিজের জন্য ভালোবাসা বিদ্যমান। (৩য় পাতায় দেখুন)

ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু ইয়া রাহিম ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন

মানব সেবাই পরম ধর্ম –খাজাবাবা কুতুববাগী

২৪ ঘণ্টা সেবা দেওয়া হয়

+এম এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস

+গ অসনঁষধহপব ঝবৎারপব

ওঈট, ঈঈট, ঘওঈট

লাইফ সার্পোট এ্যাম্বুলেন্স ও লাশবাহী ফ্রিজিং গাড়ি পাওয়া যায়

বি:দ্রঃ অসুস্থ রোগীদের জন্য এসি, নন এসি, অক্সিজেন, আইসিও, সিসিইউ, এনআইসিও গাড়িসহ ব্যবস্থা আছে
৭/৪, ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭। মোবাইল : ০১৭১৬-২৬৯০৩৮, ০১৮১৯-২৭০১৫৭
ীীী.ধসনঁষধহপবস.পড়স

ঘোষণা

অনিবার্য কারণবশত: আত্মার আলো মে থেকে জুলাই ২০১৬ প্রকাশিত হয়নি। এ জন্য আত্মার আলোর নিয়মিত পাঠক, আশেকান ও জাকেরানসহ সকল শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। আশা রাখছি মহান আল্লাহতায়ালার মেহেরবানীতে নিয়মিতভাবে আত্মার আলোর মাধ্যমে রাসুল (সঃ)-এর সত্য তরিকতের সুমহান আদর্শ এবং 'সুফিবাদই শান্তির পথ'– খাজাবাবা

সম্পাদক : নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনূছ কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৫৮১৫৬৫২৮, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, www.kutubbaghdarbar.org.bd